A-3480

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর

চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ২০১১
"দ্বিতীয় গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন (রীপ-২)" শীর্ষক প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)

প্রজেক্ট টীম

১। মিসেস খোদেজা বেগম,
প্রধান, আইএমইডি।

২। মোঃ আব্দুর রউফ,
পরিচালক, আইএমইডি।

৩। মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম,
উপ-পরিচালক, আইএমইডি।

৪। প্রকৌঃ শৈলেন্দ্র নাথ সরকার,
ব্যক্তি পরামর্শক (সিভিল ইঞ্জিঃ), আইএমইডি।

৫। মোঃ মোশাররফ হোসেন খান,
ব্যক্তি পরামর্শক (সোসিও ইকোনমিক স্পেশালিষ্ট)
আইএমইডি।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ
(Executive Summary)

১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১০-২০১১) এর আওতায় দ্বিতীয় গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ১৮টি জেলার স্কীম সমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে একজন সিনিয়র প্রকৌশলী (সিভিল) এবং একজন সোসিও ইকোনমিক স্পেশালিষ্ট-কে ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক, পুরঃকৌশলী মূলতঃ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগতমান পরীক্ষা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার উল্লেখ সহ প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন। অন্যপক্ষে সোসিও ইকোনমিক স্পেশালিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি প্রভাব ফেলছে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। এই কার্যক্রম ৩ মাসে সমাপ্ত করার কথা। চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারী হতে ২৭ মার্চ, ২০১১ এর মধ্যে কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু কাজের বিস্তৃতি এবং কিছু অনিবার্য কারণবসতঃ নির্ধারিত ৩ মাসের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হবে না।

২. ব্যক্তি পরামর্শকগণ চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথেই কাজ আরম্ভ করেন এবং আইএমইডি-তে Inception Report দাখিল ও অনুমোদনের পরপরই নির্ধারিত জেলা সমূহে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম পরিদর্শন শুরু করার পুর্বে এলজিইডি এর প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণের সাথে নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রকল্প পরিচালকের অফিস থেকে প্রকল্প ছক (DPP) সহ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

৩. প্রকল্পটি ঢাকা, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর, চাদঁপুর, কুমিল্লা ও বি.বাড়িয়া জেলাসহ মোট ২৩ টি জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা বিভাগের ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা বাদে অন্য ১৮টি জেলায় নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. সংশোধিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পূর্ত কাজের মধ্যে (১) অফিস ভবন ১৩০০০ বর্গমিটার, (২) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ৮৭৩ কি:মি:, (৩) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৩৮০ কি:মি:, (৪) উপজেলা ও

ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৫৪০০ মি:, (৫) ডুবো সড়ক নির্মাণ ৪৮ কি:মি:, (৬) গ্রামীণ সড়ক পুনঃনির্ধারণ ১০০ কি:মি:, (৭) গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৩১০ মি:, (৮) বৃক্ষরোপন ৫০৫০ কি:মি:, (৯) উপজেলা পর্যায়ে গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ৪ টি, (১০) অন্য গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ৩৪ টি, (১১) গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন ৫৬ টি, (১২) জেটি নির্মাণ ৩ টি, (১৩) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ৫৬ টি, (১৪) গ্রোথ সেন্টারে মহিলা সেকশন নির্মাণ ৪৩ টি, (১৫) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ৩ টি, (১৬) উপজেলা সড়কে সড়ক নিরাপত্তার কাজ ২০৭ কি:মি: এর কাজ বাস্ড়বায়ন করা হবে বলে উল্লেখ আছে। প্রকল্পের বিস্তারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো কাজে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োজিত পুরঃকৌশলী (১) উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, (২৩টি) ১৯২৯ মি:, (২) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (৬৪টি প্যাকেজ) ২৭০.০৮ কি:মি:, (৩) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (১৪টি প্যাকেজ) ৫৩.৬৯ কি:মি:, (৪) উপজেলা পর্যায়ে গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ৭ টি, (৫) গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন ৮ টি, (৬) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ৯ টি, (৭) গ্রোথ সেন্টারে মহিলা সেকশন নির্মাণ ৯টি পরিদর্শন করে। পরিদর্শিত কাজ সমূহের গুনগতমান ভাল। তবে ৭৮টি রাস্তার প্যাকেজের মধ্যে সার্বিক গড় অগ্রগতি প্রায় ৭০%। লক্ষ্য করা গেছে প্রায় ৩২% প্যাকেজের কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ উত্তীর্ণ হলেও কাজ এখনো শেষ হয়নি এবং চাদঁপুর জেলায় হাজিগঞ্জ উপজেলার ২টি (ইউনিয়ন সড়ক ১টি ও উপজেলা সড়ক ১টি), রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ৩টি রাস্তার স্কীম এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ১টি উপজেলা সড়কের WBM এর কম্পেকশন কম পাওয়া গেছে (CBR 64%75%)। তাছাড়া, বি.বাড়িয়া জেলায় বিজয়নগর উপজেলার ১টি রাস্তায় বিটুমিনের পরিমান ৫.৫ কেজির স্হলে ৪.৫৯ কেজি পাওয়া গেছে।

২. প্রকল্পের ক্রয় বিষয়ক (প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট) তথ্যাদি পর্যালোচনাকালে ব্যক্তি পরামর্শক পরিদর্শিত প্রতিটি স্কীমের তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা পিপিআর ২০০৩-২০০৮ এর সহিত যাচাই বাছাই করেন। উক্ত যাচাই বাছাইয়ে বড় ধরণের অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বি.বাড়িয়া জেলায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে বিল প্রদানের সাথে সাথে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি এবং ক্যাশবহিতে দেরীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩. এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ জেলায় সদর উপজেলার ২টি রাস্তা, চাদঁপুর জেলায় সদর উপজেলার ২টি রাস্তা, বি.বাড়িয়া জেলায় বিজয়নগর উপজেলার ২টি রাস্তা এবং কুড়িগ্রাম সদরের ২টি রাস্তার জন্য ঠিকাদারের দেয় দর যথাক্রমে ২৪.৯৪% ও ২৪.৬৮%, ৩২.৭৩% ও ২৯.৮২%, ২৬.৫৬% ও ৩২.৫৩% এবং ৩০.৮৬% ও ৪১.১৬% উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী উর্দ্ধদর বলে মনে হয়েছে। এরমধ্যে ময়মনসিংহ জেলার ২টি কাজের একই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান,